রাজকুমার মৈত্র

রাজকুমার মৈত্র

আজ থেকে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর আগের কথা বলছি। হাজারিবাগ জেলার ভুরকুণ্ডা কোলিয়ারীর সবে গোড়াপত্তন হয়েছে।

আমি গোড়াপত্তন থেকে ছিলাম সেখানে। ছোট্ট একটা রেল স্টেশন। স্টেশন থেকে প্রায় মাইল দুই আড়াই হেঁটে তবে কোলিয়ারীর প্রান্তসীমায় পৌঁছানো যায়।

যাঁরা আমার সহকর্মী তাঁরা আজ সকলেই পরলোকে। নইলে তাঁরা হয়তো বলতে পারতেন সেদিন ভুরকুণ্ডা কোলিয়ারীতে যাবার নাম করলে ভয়ে মুখ শুকিয়ে যেত কিনা।

চারিদিকে গহন অরণ্য ঘিরে ছিল কোলিয়ারীটাকে। দিনের আলোতেও অরণ্যের নিস্তব্ধতা বুকের ওপর চেপে বসতো জগদ্দল পাথরের মত। মাঝে মাঝে চমক লাগতো বাঘের ডাকে, বন্য প্রাণীর ছুটোছুটির শব্দে।

আমরা ছিলাম গুটিকয়েক সরকারী কর্মচারী। বাকি সবাই মালকাট্টা। (যারা কয়লা কাটে তাদের মালকাট্টা বলে।)

মালকাট্টাদের সর্দার আমাকে কেন জানি না অন্যদের চেয়ে বেশী ভালবাসতো। সর্দারের নাম মংরু।

মিঃ জনস্টন তখন কোলিয়ারী ম্যানেজার। তাঁর একটা হুডখোলা অস্টিন গাড়ি ছিল। পরপর দুটো ক্যাম্পে আমরা রাত কাটাতাম। আর প্রায় তিন চারশো মালকাট্টা থাকতো আমাদের পিছনের দিকের সমতল মাঠে।

ভোর হতেই আমরা কোলিয়ারীর কাজে লেগে পড়তাম। দুপুরে দু'ঘণ্টা ছুটি, তারপর আবার কাজ চলতো বেলা পাঁচটা পর্যন্ত।

মিঃ জনস্টন ছিলেন দারুণ সাহসী পুরুষ। তাঁর সঙ্গে সব সময় একটা রিভলভার, আর একটা উইনচেস্টার রাইফেল থাকতো। তাঁর একান্ত অনুরোধে আমি একটা গ্রীনারের দোনলা বন্দুক কিনেছিলাম।

পিঠে বন্দুক ঝুলিয়ে আমাকে আমিনের (সারভেয়ার) কাজ করতে হতো। অবশ্য সঙ্গে বিশ পঁচিশজন সার্ভে কুলি থাকতো। অতর্কিত আক্রমণের ভয় না থাকলেও ভরসা ছিল না। যে কোন মুহূর্তে বিপদ্ দেখা দিতে পারে, এই ছিল আশঙ্কা।

সপ্তাহে ছিল মাত্র এক দিন ছুটি। সেদিনটা আমরা ঘুমিয়ে কাটাতাম। পারতপক্ষে হাড়ভাঙা খাটুনিকে ভুলে থাকতে চেষ্টা করতাম।

সেদিনটা ছিল শনিবার। সারাদিন খাটুনির পর সবে ক্যাম্পে ফিরে এসেছি। আমার খাবারদাবার তৈরি করতো বেনারসী নামে একটা বিহারী ভৃত্য। ক্যাম্পে ফিরে হাত মুখ ধুয়ে ক্যাম্পখাটে গা এলিয়ে দিতে বেনারসী কফি নিয়ে এলো। ধূমায়িত কফিতে একটা চুমুক দিয়ে বেনারসীকে জিজ্ঞাসা করলাম: রাতমে কিয়া পাকাতা হ্যায়?

বেনারসী জবাব দিল: কুছ নেই বাবুজী। আজ রাতমে আপকো নেওতা হ্যায় সাহাবকা কাম্পমে।

—কৌন বোলা?

—সাহাবকা বেয়ারা।

বেনারসী চলে গেল। মিঃ জনস্টনের তাঁবুতে প্রায়ই রবিবার রাত্রে আমার নিমন্ত্রণ থাকতো। বুঝলাম নিশ্চয়ই কোন জরুরী আলোচনা আছে নইলে সাহেব বেছে বেছে শনিবার রাত্রে নিমন্ত্রণ করবেন কেন।

অনুমান ঠিকই করেছিলাম।

একটু পরে মিঃ জনস্টনের বেয়ারা এসে সেলাম ঠুকে জানাল মিঃ জনস্টন আমার সঙ্গে দেখা করতে চান।

অগত্যা পোশাক পরিবর্তন করে সাহেবের তাঁবুতে গিয়ে হাজির হলাম।

দেখি, জনা দশেক মালকাট্টার সঙ্গে মিঃ জনস্টন কি নিয়ে যেন আলোচনা করছেন। দলের মধ্যে মংরুকেও দেখতে পেলাম।

কৌতূহল হলো। মালকাট্টার দল জনস্টনকে কি বলছে! কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে নাকি—

অদম্য কৌতূহল চেপে একটা চেয়ারে বসলাম।

মিঃ জনস্টন আমাকে দেখে হাঁপ ছেড়ে বললেনঃ মিঃ মৈত্র, এই লোকগুলোকে বুঝিয়ে দিন আমরা অর্থাৎ ইউরোপীয় ভদ্রলোকেরা ভূত বা ঐ ধরনের কোন কিছু বিশ্বাস করি না।

মিঃ জনস্টন বেশ একটু বিরক্ত হয়েই তাঁবুর মধ্যে অদৃশ্য হলেন।

আমি মংরুকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ ব্যাপার কি রে মংরু, এই জঙ্গলে আবার ভূত এলো কোথেকে—

মংরু সর্দার বিরক্ত হয়ে বললেঃ না রে বাবু না, ভূত নয়। সাহেব আমাদের কথা বুঝতে লারছেক। আমি বুলছি, যে বাঘটো মানুষ ধরছে, গরু, মোষ ধরছে সেটো ঠিক বাঘ লয়—মানুষ বটে।

—মানুষ ?

—হঁ রে। জঙ্গলের মধ্যে এক সাধুবাবা রঁইছে। সেই সাধুর যখন মানুষের রক্ত খাবার সাধ জাগে তখনই সে বাঘের রূপ ধরে মানুষ মেরে খায়— আমার কথা তুরা বিশ্বাস করতে লারবি। কিন্তুক কথাটা সত্য বটেক। সাধুটো মন্ত্র জানে—

মংরুর কথা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বললামঃ সর্দার, এসব কথা তোরা সাহেবের কাছে বলতে এসে ভুল করেছিস। কারণ সাহেব শিক্ষিত লোক—বিলেতের লোক, ওঁরা এসব ভূত-দত্যি-দানা কিংবা মন্ত্রফন্ত্র বিশ্বাস করেন না।

মংরু অসহায়কণ্ঠে বললেঃ তাহলে তুই এর একটা ব্যবস্থা কর বাবু। তু তো আমাদের দেশের লোক বটিস।

বললামঃ সে দেখা যাবে। এখন তোরা যা। পরে তোদের সঙ্গে কথা বলবো, কেমন!

মংরু সর্দারকে বুঝিয়েসুঝিয়ে বিদায় করে মিঃ জনস্টনের তাঁবুর মধ্যে ঢুকে দেখি সাহেব ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে ঘন ঘন পাইপ টানছেন।

আমাকে দেখে মিঃ জনস্টন বললেনঃ আচ্ছা মিঃ মৈত্র, বলতে পারেন আপনারা ভারতীয়রা কেন এত কুসংস্কারাচ্ছন্ন হন? শুনলেন মংরু সর্দারের কথা। বলে কিনা, একটা সাধু নরখাদক ব্যাঘ্রের রূপ ধরে মানুষ খাচ্ছে। যত সব রাবিশ! এই সব আজগুবী কথা আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন!

বুঝলাম সাহেব ক্ষেপেছেন।

সুতরাং ঠাণ্ডা মাথায় সাহেবকে বুঝিয়ে বললামঃ যারা জঙ্গলে থাকে খোঁজ নিলে দেখবেন তাদের মধ্যে কুসংস্কারটা একটু বেশী। তার অনেক কারণ আছে।

আপনাদের দেশেও আছে। সুতরাং কুসংস্কার নিয়ে মাথা গরম করে লাভ নেই। আসল কথা হচ্ছে আমাদের উচিত নরখাদক বাঘটাকে হত্যা করা। বাঘটা নির্বিবাদে নর-হত্যা করে চলেছে। আমরা হাজার চেষ্টা করেও সেটাকে জব্দ করতে পারিনি। ফলেই জঙ্গলের লোকদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে ঐ সাধুটাকে যখন বাঘে কিছু বলে না তখন বুঝতে হবে এর মধ্যে সাধুটার নিশ্চয়ই কোন হাত আছে। নইলে বাঘটা মালকাট্টা ধরে খাচ্ছে অথচ সাধুটাকে কিছু বলে না কেন।

মিঃ জনস্টন চুপ করে আমার কথাগুলো শুনলেন। তারপর বললেনঃ বেশ, বাঘটা কোথায় আছে দেখিয়ে দিন, আমি সেটাকে এখুনি গুলি করে মারবো।

আমি হাসলাম।

বললামঃ তা যদি দেখাতে পারতাম তাহলে তো আপনি কেন আমিই তাকে মেরে ফেলতাম

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললামঃ মিঃ জনস্টন, আমার মনে হয়, আমরা যদি বাঘটাকে অচিরে মারতে না পারি তবে মালকাট্টার দল কাজ করতে চাইবে না প্রাণের ভয়ে তারা পালিয়ে যাবে। ফলে কোলিয়ারীর কাজ আমাদের বন্ধ করে দিতে হবে।

মিঃ জনস্টন মনে মনে সেই ভয়টাই করছিলেন। সুতরাং উত্তেজিত হয়ে বললেনঃ না না আর দেরি করা উচিত হবে না মিঃ মৈত্র, দু'একদিনের মধ্যেই নরখাদকটাকে হত্যা করতে হবে। রাত্রে আপনি সজাগ থাকবেন। বাঘের ডাক শুনলেই আমাদের হাতিয়ার নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে।

* * *

রাত তখন কত জানি না।

পিছনের মাঠ থেকে তিনশো মালকাট্টার একসঙ্গে চীৎকারে ঘুম ভেঙে গেল।

তাড়াতাড়ি বন্দুকটা নিয়ে ক্যাম্পখাট থেকে নামতেই মিঃ জনস্টন ছুটে এলেন।

তাঁর হাতে ছিল পাঁচ-ব্যাটারীর একটা টর্চ আর রাইফেল। উত্তেজিত হয়ে বললেনঃ মিঃ মৈত্র, শীগ্‌গির আসুন। আমার মনে হয় মালকাট্টার পালে বাঘ পড়েছে।

তাড়াতাড়ি রবারের জুতোটা পরে বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

মিনিট পাঁচেক লেগেছিল আমাদের ঘটনাস্থলে পৌঁছুতে। মালকাট্টাদের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা ওরা সবাই মশাল আর বল্লম হাতে একজায়গায় জড় হয়ে চেঁচামেচি করছিল আমাদের দেখে সবাই ছুটে এসে আমাদের ঘিরে ধরে এমন চেঁচামেচি শুরু করলো যে ঘটনা সম্বন্ধে আমরা কিছুই বুঝলাম না।

বাধ্য হয়ে ওদের ধমক দিয়ে থামিয়ে মংরুকে জিজ্ঞাসা করলাম ঘটনাটা।

মংরু যা বললে তার মর্মার্থ হচ্ছে এই—সন্ধ্যেবেলা সাহেবের তাঁবু থেকে ফিরে ওরা দেখলো পূর্ববর্ণিত সাধু মাঠের কিনারে ঘোরাফেরা করছে।

একটা চৌকোনা মাঠে ছোট ছোট লতাপাতার ঘর তৈরি করে মালকাট্টারা কোনরকমে মাথা গুঁজে থাকে। পালা করে ওরা পাহারা দেয়। শুধু তাই নয়, পাছে বন্য জন্তুজানোয়ার ওদের জ্বালাতন করে এই ভয়ে ওরা মাঠের মাঝখানে কাঠের আগুন জ্বালিয়ে রাখতো।

যাই হোক, মংরু সর্দার ও তার সঙ্গীদের দেখে সাধু লোকটা পালিয়ে গেল। লোকটা কেন এসেছিল, কেন ঘুরে ফিরে দেখছিল তার কারণস্বরূপ মংরু সর্দার বললে যে রাতের অন্ধকারে বাঘের রূপ নিয়ে কার ঘাড় মটকাবে তার হিসেব করতেই নাকি এসেছিল লোকটা।

বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম··· [পৃষ্ঠা ৬৪৮

রাতে রোজকারমত চারজন মালকাট্টা পাহারায় ছিল। হঠাৎ মাঠের যে প্রান্ত জঙ্গলের সীমায় শেষ হয়েছে সেখান থেকে মানুষের মৃদু গোঁঙানির শব্দ ভেসে এলো। একজন পাহারাদার মশাল হাতে এগিয়ে গেল ব্যাপারটা জানবার জন্যে। অন্যেরা পিছনেই একটু তফাতে ছিল।

অগ্রবর্তী লোকটা সবে জঙ্গলের সীমা বরাবর গেছে এমন সময় বিকট গর্জন করে ডোরাকাটা একটা বাঘ গাছের আড়াল থেকে লাফিয়ে পড়ে লোকটাকে মুখে করে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে···

ঘটনার ইতিবৃত্ত বলে মংরু সর্দার কপাল চাপড়ে বললেঃ বাবু, আমি জানথুম এমনটা হবেক। উই সাধু যখন এসেছিলি তখন যদি উয়াকে বর্শা মেরে গেঁথে দিতে পারথুম তাহলে একটা মরদের জীবন যেত নাই।

মিঃ জনস্টন গুম হয়ে ছিলেন

মংরুর বিলাপ শেষ হতে বললেন: মিঃ মৈত্র, সময় নষ্ট না করে আসুন বাঘটার পিছু নেওয়া যাক। আমার মনে হয় বাঘটা বেশীদূর যেতে পারেনি। আসুন—

মিঃ জনস্টনকে সদর্পে এগিয়ে যেতে দেখে আমিও তাঁর পিছু নিলাম আমার পিছনে রইলো মশাল হাতে মংরু সর্দার।

আকাশে চাঁদ ছিল। চারদিকে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। তাছাড়া আমাদের দুজনের হাতে পাঁচ-ব্যাটারীর টর্চ ছিল। সুতরাং গভীর জঙ্গলের মধ্যে হাঁটতে মোটে কষ্ট হচ্ছিলো না। মিঃ জনস্টন রক্তের দাগ লক্ষ্য করে এগোচ্ছিলেন অতি ধীরে ধীরে।

যেখানে বাঘটা পাহারাদার মালকাট্টাকে ধরেছিল সেখানে ছিল চাপ চাপ রক্ত। হতভাগ্য লোকটা যে বেঁচে নেই তার প্রমাণ ছিল চারদিকে। ছোট্ট একটুকরো হাড় মাটি থেকে কুড়িয়ে মিঃ জনস্টনের হাতে দিতে তাঁর বিস্ময়ের অন্ত রইলো না।

ফিসফিস করে বললেন: এ যে দেখছি মানুষের মাথার খুলির একটা টুকরো—

বললাম: হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন। নরখাদক বাঘটার থাবার ঘায়ে মনে হচ্ছে পাহারাদারের মাথার খুলি গুঁড়িয়ে গেছে। এইবার বুঝতে পারছেন, মালকাট্টার দল কেন এত ভয় পেয়েছে।

মিঃ জনস্টন দ্বিতীয় কোন প্রশ্ন না করে এগিয়ে চললেন অতি সতর্কভাবে। পারত-পক্ষে আমরা কোন ঝোপের কাছ ঘেঁষে যাইনি।

কোথাও এতটুকু ছায়া নড়ে উঠলেই বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে দাঁড়িয়েছি।

আমরা কয়েক শো গজ যেতেই একটা দমকা ঝড় এলো। মনে মনে প্রমাদ গণলাম। ঘন গাছের ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো পড়ছিল সর্বত্র। এলোমেলো ঝড়ের ফলে আলো-আঁধারীর সাথে সাথে এমনভাবে গাছের ডালপালা নড়তে লাগলো যে আমার মনে হলো একসাথে হাজারখানেক হিংস্র নরখাদক মুখব্যাদান করে আমাদের দিকে ছুটে আসছে।

মিঃ জনস্টনকে বললাম: আমার মনে হয় এই সময় নরখাদকের পিছু নেওয়া উচিত হবে না। মনে হচ্ছে বৃষ্টি আসবে—

মিঃ জনস্টন মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন: কাল সকালে মৃত লোকটার দেহাবশেষ পাওয়া দুষ্কর হবে। বাঘটা বেশ ভালরকমের একটা ভোজ দিয়ে সরে পড়বে—

বললাম: কিন্তু তাই বলে আমাদের জীবন বিপন্ন করা উচিত হবে না। ঝড জল না হলে পিছু নিতে আপত্তি ছিল না। ঐ দেখুন গাছপালা কেমন দুলছে। বাঘটা যদি ওত পেতে থাকে কাছেপিঠে তবে আমাদের সে অনায়াসে খপ্পরের মধ্যে পেয়ে যাবে। গোঁয়ারতুমি করবেন না মিঃ জনস্টন, ফিরে চলুন।

মিঃ জনস্টনের সুবুদ্ধি হলো।

সে রাতটা দারুণ অস্বস্তির মধ্যে দিয়ে কেটে গেল। মাঝরাতে ঝড় থেমে গিয়েছিল ; বৃষ্টি থামলো ভোর নাগাদ। আকাশের স্বাভাবিক রং ফিরে এলো। পুব-আকাশের কোলে উঁকি দিলেন দিবাকর।

মিঃ জনস্টন রাইফেল বাগিয়ে ধরে আমার তাঁবুতে এসে হাঁক পাড়লেন ঃ মিঃ মৈত্র, ওয়েক আপ্! চলুন আজ একটা হেস্তনেস্ত করে তবে ফিরবো। নরখাদকটাকে হত্যা না করে নিশ্চিন্তে কাজ করা যাবে না।

তাড়াতাড়ি দুজনে ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

গত রাত্রে যেখানে বাঘে মানুষ ধরেছিল সেইখান থেকে আমাদের অনুসরণ শুরু করলাম। কিন্তু ব্যাপারটা যত সহজ হবে বলে মনে করেছিলাম ততটা হলো না। গত রাত্রে বৃষ্টি পড়ার দরুন বাঘের পায়ের ছাপ কিংবা রক্তের দাগ কিছুই পাওয়া গেল না।

তবু আমরা হতাশ হইনি। আন্দাজে যতখানি সম্ভব দিক্ ঠিক রেখে অনুসরণ করতে লাগলাম। দিনের আলোয় আমাদের প্রচুর সুবিধে হচ্ছিলো। সাহসটাও যেন শতগুণ বেড়ে গিয়েছিল।

বন্দুকটা আর একবার পরীক্ষা করে নিলাম। দুটো নলের মধ্যেই বুলেট পুরে রেখেছিলাম। বুলেটদুটো বের করে ভাল করে পরীক্ষা করে নিলাম। সেই সঙ্গে সেফটি-ক্যাচ তুলে রাখলাম

বনের প্রায় দুশো গজ মত গভীরে যেতে পাহারাদার মালকাটুর পরনের রক্তাক্ত পে শাকটা একটা ঝোপের খোঁচা খোঁচা ডালে ঝুলতে দেখলাম।

মিঃ জনস্টন ফিসফিস করে বললেন ঃ ভগবান্‌কে ধন্যবাদ আমরা ঠিক পথেই চলেছি—

ঝোপটার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই নজরে পড়লো ভিজে মাটির ওপর জমাট রক্তের ছিটেফোঁটা। জায়গাটা একটু উঁচু বলে জল জমে কাদা হয়নি বা জমাট রক্ত ধুয়ে মুছেও যায়নি। ভাল করে আশপাশটা দেখতে দেখতে বুঝলাম নরখাদক বাঘটা পাহারাদারকে হত্যা করার পর এইখানেই প্রথম মৃতদেহটা নামিয়েছিল।

বাঘটার পায়ের ছাপ (পাগ্-মার্ক) দেখতেও পেলাম। ছাপটা একটা মস্ত বড় বাঘের। লম্বায় কমসে কম দশ ফুট দশ ইঞ্চি হবে। অবশ্য ল্যাজ সমেত।

বাঘটা জোয়ান।

একটা জোয়ান বাঘ হঠাৎ মানুষখেকো হলো কেন ভেবে পেলাম না।

যাই হোক, আমরা এগিয়ে চললাম অতি সাবধানে। আমরা যে ভুল পথে

হচ্ছিলাম না তার প্রমাণ আগেই পেয়েছিলাম। সুতরাং আমরা এক পা এক পা করে নরখাদকের পাল্লার মধ্যে এগোচ্ছি মনে করতেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছিলো।

প্রায় দুশো গজ যাওয়ার পর ছোট্ট একটা লতাপাতার কুটির চোখে পড়লো।

অবাক্ হয়ে গেলাম এই ভেবে যে এমন গভীর জঙ্গলের মধ্যে লতাপাতার কুটির তৈরি করে কে থাকে। কার এত সাহস! অসীম শক্তিশালী নরখাদকটার পক্ষে ঐ কুটির কোন বাধাই নয়।

মিঃ জনস্টন আর আমি পায়ে পায়ে কুটিরের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে একটা মাটির হাঁড়ি, ছোট একটা মাটির উনুন ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলাম না। উনুনে গত রাত্রে আগুন ধরিয়ে রান্নাবান্না করা হয়েছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ ছিল।

দেখে শুনে মিঃ জনস্টনকে বললাম: আমার মনে হয় এই কুটিরে সেই সাধুটি থাকে। ঐ দেখুন কুটিরের দেওয়ালে একটা ত্রিশূল ঝুলছে

মিঃ জনস্টনের কানে আমার কথাগুলো পৌঁছালো না। সাহেব তখন কুটিরের মধ্যে মেঝের একটা জায়গা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করছেন।

কি ব্যাপার? কি দেখছেন মিঃ জনস্টন? মেঝেতে কি আছে।

জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে মিঃ জনস্টনের দিকে তাকাতে তিনি বললেন: মিঃ মৈত্র, বাইরের দিকে নজর রাখুন। মুহূর্তের জন্যে অন্যমনস্ক হবেন না।

কথাটা বলে মিঃ জনস্টন তাঁর কোমরের বেল্টের সঙ্গে ঝোলানো ইটালিয়ান ছোরাটা নিয়ে কুটিরের মধ্যে মেঝের একটা অংশ খুঁড়তে লাগলেন। এতক্ষণে নজর পড়লো মেঝের যে অংশটা মিঃ জনস্টন খুঁড়তে যাচ্ছেন সেখানের মাটি কাঁচা। মনে হয় যেন সেখানে কিছু পুঁতে রাখা হয়েছে।

দারুণ কৌতূহল হলো। কি আছে ওখানে—?

মাটির ওপরের অংশ তুলে ফেলতেই মিঃ জনস্টন চাপা বিস্ময়সূচক একটা ধ্বনি তুলে ছিটকে বেরিয়ে এলেন ভেতর থেকে।

—কি হলো?

—মিঃ মৈত্র, একটা রক্তাক্ত হাত—

—সেকি—

—বিশ্বাস না হয় দেখতে পারেন—

মিঃ জনস্টনের লাল মুখ কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। সাহসী লোকটি যে ভয় পেয়েছেন তাতে কোন সন্দেহ ছিল না।

মিঃ জনস্টন পাহারায় রইলেন। আমি কুটিরের মধ্যে ঢুকে খোঁড়া মেঝেটায় চোখ ফেলতেই আঁতকে উঠলাম।

মিঃ জনস্টন মিথ্যে বলেননি। একটা কালো রঙের রক্তাক্ত হাত কে মাটি চাপা দিয়ে রেখেছে—

কার হাত ওটা? তবে কি পাহারাদার মালকাট্টার? কিন্তু তা কি করে সম্ভব? নরখাদক বাঘে মানুষ ধরে তার হাতটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে মাটিতে পুঁতে রেখেছে একথা পাগলের পক্ষেও চিন্তা করা সম্ভব নয়।

তবে—?

কুটিরের বাইরে থেকে মিঃ জনস্টন বললেন: মিঃ মৈত্র, রক্তাক্ত হাতটা নিয়ে আসুন। আপনার আপত্তি থাকলে সরে আসুন, আমি হাতটা দড়ি দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে নিচ্ছি—

আমাকে সরিয়ে দিয়ে মিঃ জনস্টন রক্তাক্ত হাতটা দড়িতে বেঁধে তুলে নিলেন। তারপর আমাকে বললেন: এই কুটিরে যে থাকে তাকে আমার চাই।

—কিন্তু এই সময় তাকে কোথায় পাবো—! আগে চলুন বাঘটার খোঁজ করি তারপর ফেরার পথে লোকটার খোঁজ করা যাবে।

কথাটা মিঃ জনস্টনের মনে ধরলো। রক্তাক্ত হাতটা একটা শালগাছের উঁচু ডালে ঝুলিয়ে রেখে আমরা এগিয়ে চললাম।

বেশীদূর যেতে হলো না। পঞ্চাশ গজের মধ্যেই একটা শুকনো নালা চোখে পড়লো। নালাটা দশ বার ফুট গভীর ও কুড়ি পঁচিশ ফুট চওড়া হবে।

আমরা নালার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই মৃতদেহটা আমাদের চোখে পড়লো। প্রায় গোটা পঁচিশেক শকুন মৃতদেহের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিলো। আমরা কেবল মৃত লোকটার পাজোড়া দেখতে পাচ্ছিলাম।

মিঃ জনস্টন হাঁপ ছেড়ে বললেন: যাক বাঘটা কাছেপিঠে নেই। থাকলে শকুনের দল ওভাবে মড়ির (kill) ওপর বসতে পারতো না। আসুন, ঢিল মেরে শকুনগুলোকে তাড়াই। মড়িটা শেষ হয়ে গেলে বাঘটাকে হত্যা করার সুযোগও নষ্ট হয়ে যাবে।

মিঃ জনস্টন ঢিল কুড়োতে যাচ্ছিলেন, আমি নিষেধ করলাম।

—দাঁড়ান মিঃ জনস্টন। শকুন তাড়িয়ে কোন লাভ হবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস বাঘটা মড়িতে ফিরে আসবে না। নিশ্চয়ই আমরা আসার আগে এমন কোন ঘটনা ঘটে গেছে যাতে করে বাঘটা এ তল্লাটে আর নেই। একটু ভেবে দেখুন, নরখাদক

বাঘটা কেন ত'র খাদ্য ছেড়ে পালালো। সাধারণতঃ বাঘেরা এমন করে না। তারা মড়ি এমন জায়গায় রাখে যাতে শকুনে না খেয়ে ফেলে। খোলা জায়গায় শুকনো পাতা দিয়ে না ঢেকে ফেলে রাখার নানান অর্থ হয়। যদিও এখানে কোন্ অর্থ প্রযোজ্য তাও ভেবে পাচ্ছি না।

মিঃ জনস্টন আমার কথা শুনলেন না, ঢিল ছুঁড়ে শকুনগুলোকে তাড়িয়ে দিলেন

এবার আমরা দুজনেই আর একবার বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলাম এই দেখে যে মৃতদেহটার ডান বাহুটা নেই, ওটা যে পাহারাদার মালকাট্টার মৃতদেহ তাতে আর কোন সন্দেহ রইলো না।

আমি পাহারায় রইলাম আর মিঃ জনস্টন অর্ধভুক্ত মৃতদেহটা পরীক্ষা করে ফিরে এসে বললেন: মৃত মালকাট্টার ডান বাহুটা একটা ধারাল অস্ত্রের সাহায্যে কাটা হয়েছে।

আমি বললাম: কিন্তু তা সম্ভব হলো কি করে? নরখাদক বাঘটা মালকাট্টাকে গত রাত্রে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। সেই নরখাদক নিশ্চয়ই মালকাট্টার হাত কাটেনি—

মিঃ জনস্টন বললেন: না, তা কাটেনি। কেটেছে আপনার আমার মত মানুষ।

বললাম: তা কি করে সম্ভব? নরখাদকের উপস্থিতিতে একটা মানুষের পক্ষে মৃতদেহের হাত কেটে নেওয়া কি সম্ভব?

মিঃ জনস্টন তর্ক করতে পারলেন না কিছুক্ষণ ভেবে বললেন: আমার মনে হয় কাল রাত্রে বাঘটা যখন মালকাট্টার মৃতদেহটা এখানে বয়ে নিয়ে এসেছিল তখনই কোন লোক তাকে বাধা দিয়েছিল। বাঘটা সরে যেতে লোকটা ওর হাত কেটে নিয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, ওই কুটিরের মালিকই হচ্ছে সেই লোক যে এমন দুঃসাহসের কাজ করেছে।

সহসা আমার মগজে বিদ্যুৎ খেলে গেল।

বললাম: তবে মালকাট্টারা যে সাধুর কথা বলছিল, এই দুঃসাহসী লোকটা সেই সাধু—

মিঃ জনস্টন বললেন: আপনি কি বলতে চান মিঃ মৈত্র?

বললাম: দেখুন মিঃ জনস্টন, আমরা ভারতীয়রা সাধারণতঃ একটু সংস্কারবাদী। একটু তলিয়ে ভাবুন। একটা নরখাদক বাঘের শিকার থেকে যে লোক কিছু অংশ কেটে নিতে পারে সে সাধারণ মানুষ নয়। কাল রাত্রে আমি আপনি অস্ত্র নিয়ে বাঘের পিছু নিতে সাহস করিনি। ভোর হতে তবে এসেছি অস্ত্র নিয়ে—আর সেই সাধু একা রাত্রেই তার কাজ শেষ করে গেছে। এইবার বুঝতে পারছেন, মালকাট্টারা যা বলে তার কিছু অংশ সত্যি—

মিঃ জনস্টন বিরক্ত হয়েই বললেন: কিছু অংশ মানে? আপনি কি বলতে চান সাধুটা বাঘের রূপ ধরে মানুষ মারছে—

বললামঃ না মিঃ জনস্টন, এতটা সোজাসুজি বলতে পারবো না। আমার মনে হয় হয়তো কোথাও একটা যোগাযোগ আছে। সাধুটা বোধহয় বাঘটাকে হিপনোটাইজ করে—

মিঃ জনস্টন হেসে উড়িয়ে দিলেন আমার কথা। বললেনঃ দূর মশাই, আপনার আজগুবী চিন্তাধারা ছেড়ে ফিরে চলুন—আজ এই মড়ির ওপর মাচান বেঁধে বসবো। তার আগে চলুন কুটিরের মালিকের খোঁজ করি। তাকে যদি পাই তাহলে জানতে পারবো সে কেন মৃতদেহের হাত কেটে মাটিতে পুঁতে রেখেছিল। আসুন।

মিঃ জনস্টন আমাকে নিয়ে ফিরে চললেন।

* * * * *

মিঃ জনস্টনের হুকুমে চারজন মালকাট্টাকে নিয়ে মংরু নালার ধারে একটা শালগাছের ডালে মাচান বাঁধতে লাগলো।

গাছটা থেকে মড়িটা পরিষ্কার দেখা যায়। ঠিক হলো, আমরা বেলা থাকতে থাকতে মাচানে উঠে বসবো। সারারাত মাচানে থাকতে হবে। সুতরাং সেইমত খাবারদাবারের ব্যবস্থা করতে বলে আমরা দুজনে সেই কুটিরের মালিকের খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম।

কুটিরে পৌঁছে মালিকের কোন হদিস পেলাম না। মিঃ জনস্টন সহসা ইঙ্গিত করে কুটিরের সামনে মাটির ওপর দেখতে অনুরোধ করলেন।

মাটির দিকে তাকাতে চমকে উঠলাম। দেখি কুটিরের সামনে এবং ভেতরের মেঝেয় নরখাদক বাঘটার পায়ের ছাপ (পাগ্-মার্ক) স্পষ্ট হয়ে ফুটে রয়েছে।

সদ্য পায়ের ছাপ।

মনে হয় আমরা আসার মিনিট পনের আগে বাঘটা এসেছিল। শুধু তাই নয়, কুটিরের মধ্যে বাঘটা যে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়েছিল তারও প্রমাণ পেলাম।

মিঃ জনস্টন উত্তেজিত হয়ে বললেনঃ ব্যাপারটা ক্রমশঃ জটিল হয়ে উঠছে মিঃ মৈত্র। নরখাদক বাঘটা মড়ি ছেড়ে এই কুটিরে বিশ্রাম নিচ্ছে। এটা কি করে সম্ভব। এ যে একেবারে নিয়মবিরুদ্ধ কাজ—

আমি এতই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে মিঃ জনস্টনের কথার কোন উত্তর দিতে পারলাম না। ধাতস্থ হয়ে বললামঃ আমি ভাবছি কুটিরের মালিকের কথা। সেই লোকটা এখানে কেমন করে নির্বিবাদে বসবাস করে বেঁচে আছে!

মিঃ জনস্টন বললেনঃ আমিও সেই কথা ভাবছি। এর মধ্যে কোন রহস্য নিশ্চয়ই আছে। আর একথাও ঠিক সেই রহস্য আমি ভেদ করবোই। আসুন একটু ঘুরে ফিরে দেখা যাক বাঘ কিংবা সেই লোকটার কোন হদিস পাই কি না। আসুন—

আমরা দুজনে বেলা চারটে পর্যন্ত বনজঙ্গল খানাখোঁদল তোলপাড় করে খুঁজে কোথাও কুটিরের মালিক কিংবা বাঘের কোন হদিস পেলাম না।

সারা পথ আমরা একটাও কথা বলিনি। পায়ে ছিল পাতল রবার সোলের জুতো সুতরাং আওয়াজও হয়নি। আমরা ইশারায় কথা বলছিলাম।

এত সাবধানতা সত্ত্বেও বাঘের হদিস না পেয়ে আমরা দুজনেই দমে গিয়েছিলাম।

মাচান বাঁধা হয়ে গিয়েছিল অনেকক্ষণ। খাওয়াদাওয়া সেরে আমরা দুজনে মাচানে উঠে বসলাম। কেন জানি না, মাচানে উঠে আমার বারবার মনে হচ্ছিলো রাত্রে কোন অঘটন ঘটবে।

মাচানে উঠে মিঃ জনস্টন বললেন: সারাদিনে একবার গাছে ঝোলানো মৃতের কাটা হাতটা দেখা হলো না। বড় ভুল হয়ে গেল।

বললাম: কাটা হাতটা দেখে আর কি করবেন। কাল সকালে ওটা দাহ করে দিলেই হবে।

মিঃ জনস্টন তর্ক করলেন না। অদ্ভুত তাঁর ধৈর্য। সেই যে মুখ বন্ধ করে রইলেন, দ্বিতীয় কোন কথা বললেন না।

সন্ধ্যে হলো। গাছের ছায়াগুলো ক্রমশঃ দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হতে লাগলো। কত রংবেরংএর পাখির দল কলরব করতে করতে চলে গেল।

তারপর দেখলাম কয়েকটা পী-ফাউল এসে মড়ির কাছে ঘোরাফেরা করে চলে গেল।

দিনের আলোর শেষ রেখাটি বিদায় নেবার আগে এক ভালুকী তার দুটো বাচ্চা নিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে নালার ধারে এসে মড়ির গন্ধ পেয়ে প্রথমটা থমকে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে চারদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে গন্ধ শুঁকলো।

তারপর বাচ্চা দুটোকে সামনে নিয়ে জটাইবুড়ীর মত গুটিগুটি খালে নেবে মড়িটাকে বারকয়েক পাক মেরে হঠাৎ একটা আর্তনাদ করে বাচ্চাদের নিয়ে পালালো। কেন যে ভালুকীটা আর্তনাদ করলো আর কেন যে তড়িঘড়ি পালালো বুঝলাম না।

আমরা সতর্ক দৃষ্টিতে চারদিকে তাকালাম

বাতাস ছিল না। গাছের পাতা নড়ছে না। হঠাৎ শ্মশানের স্তব্ধতা নেমে এলো। কেমন যেন একটা অস্বস্তিতে মনটা ভারী হয়ে গেল। কেবলই মনে হতে লাগলো একটা সাংঘাতিক বিপদের মধ্যে আমরা ক্রমশঃ জড়িয়ে পড়ছি।

দিনের শেষ আলোকবিন্দু নিভে গেল। অন্ধকার ক্রমশঃ গাঢ় হতে লাগলো। মিঃ জনস্টনের হাতে রেডিয়ামযুক্ত ঘড়ি ছিল। একসময় লক্ষ্য করলাম রাত আটটা বাজলো।

সেই বিচ্ছিন্ন হাতটা আমাদের সামনে পড়ে রয়েছে। [পৃষ্ঠা ৬৫৮

এতক্ষণ একটা শব্দ শুনিনি। রাত আটটার একটু পরে বহুদূর থেকে একটা চিতলের ভীতত্রস্ত ডাক ভেসে এলো। যেন সে সাবধান করে দিচ্ছে বন্য প্রাণিজগৎকে। সাবধান, বনের রাজা বেরিয়েছে! আজ একজনকে জীবন দিতে হবে, সাবধান!

প্রায় মিনিট পাঁচেক ধরে ডাকটা শুনলাম। তারপর ঘণ্টা দুয়েক কেটে গেল—আর কিছুই শুনলাম না।

রাত দশটায় চাঁদ উঠলো। মড়িটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। নালার কাছেই কয়েকটা মেহেদির ঝোপ—কিছু দূরে দূরে ছাড়া ছাড়া কয়েকটা শালগাছ। বাকিটা ছোট বড় পাথরে ভরা। এছাড়া মোটামুটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মোট কথা কোন বন্য প্রাণীর পক্ষে গাঢাকা দিয়ে মড়ির কাছে যাওয়া একেবারেই সম্ভব নয়।

রাত সাড়ে দশটার সময় একটা চাপা পদশব্দ শুনতে পেলাম। মনে হলো কেউ নালার ভেতর দিয়ে আসছে। ওটা যে একটা জন্তু—এবং জন্তুটা যে সেই নরখাদক তাতে কোন সন্দেহ ছিল না।

মিঃ জনস্টন আমার হাঁটুতে মৃদু চাপ দিয়ে ফিসফিস করে বললেন: বি রেডি। আসছে—

মিঃ জনস্টন রাইফেলটা বাগিয়ে ধরলেন। আমার হাতে ছিল বন্দুক। সুতরাং মিঃ জনস্টনকেই গুলি করার সুযোগ দিলাম।

একটু পরেই সে এলো।

বাঘম্বর, এক সাধু। পরনে তার লেংটি, মাথায় জটাজুট, হাতে একটা চিমটে—

সাধু লোকটা অতি সন্তর্পণে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়ালো মড়ির কাছে। মিনিট-খানেক মড়ির দিকে তাকিয়ে থেকে সাধু সহসা বিকট অট্টহাস্য করে ওঠে। হাসির দমকে জঙ্গলের নিস্তব্ধতা খানখান হয়ে গেল।

আমরা কাঠ হয়ে বসে রইলাম। এমন হাসি কখনও শুনিনি, তাছাড়া এমন স্থানে সাধুবাবাকে দেখবো আশা করিনি। তাই বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলাম।

মিঃ জনস্টন মাচান থেকে নামবার চেষ্টা করতেই আমি তাঁর হাত চেপে ধরে ইশারায় দেখিয়ে দিলাম সাধু লোকটার পিছনেই একটা পাথরের আড়ালে একটা ছায়া মাঝে মাঝে নড়াচড়া করছে।

মিঃ জনস্টন স্থির হয়ে বসলেন।

ওদিকে সাধু হাসি থামিয়ে একলাফে নালার এক পাড়ে উঠে চিমটেটা মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে চলে গেল।

আশ্চর্য। পাথরের আড়ালে যে ছায়াটা এতক্ষণ নড়াচড়া করছিল মুহূর্তে সেই ছায়াটাও অদৃশ্য হলো।

কিছুক্ষণ পরেই শুনলাম সাধু কাকে যেন ডাকছে—আয় আয় আয়—

সঙ্গে সঙ্গে একটা চাপা গর্জন শুনতে পেলাম। গর্জনটা যে বাঘের তাতে কোন সন্দেহ রইলো না।

আগেই বলেছি মিঃ জনস্টন একজন সাহসী পুরুষ। বাঘের গর্জন শুনে তিনি কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ থেকে সহসা গাছ থেকে নেমে পড়লেন। বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও শুনলেন না।

অগত্যা আমাকেও যেতে হলো তাঁর সঙ্গে।

আমরা সবে মাচান থেকে নেমেছি এমন সময় ঝুপ করে আমাদের পায়ের কাছে কি যেন একটা আছড়ে পড়লো।

সঙ্গে সঙ্গে আমরা টর্চ জ্বাললাম।

দেখি, সেই বিচ্ছিন্ন হাতটা আমাদের সামনে পড়ে রয়েছে। শুধু তাই নয় বিচ্ছিন্ন হাতটায় বড় বড় লোম গজিয়েছে। আর সেই সঙ্গে হাতের আঙুলগুলো নড়ছে কিলবিল করে।

একি—

একলাফে আমরা দুজনেই পিছিয়ে এলাম। এ কী বীভৎস ব্যাপার! দেহ থেকে

বিচ্ছিন্ন একটা হাতের আঙুল নড়ছে কিভাবে! তাছাড়া হাতটা তো মিঃ জনস্টন দূরে একটা শালগাছে দড়ি দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে এসেছিলেন—সেটা এখানে এলো কি করে!

বলির পাঁঠার মত আমরা দুজনেই কাঁপতে লাগলাম।

কিন্তু চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই দেখে মিঃ জনস্টন তাঁবুতে পালিয়ে যেতে বললেন।

আমরা ছুটলাম। কিন্তু আশ্চর্য, বিচ্ছিন্ন হাতটা আমাদের পিছু নিল।

সেই দেখে আমি মরিয়া হয়ে বিচ্ছিন্ন হাতটার সঙ্গে বাঁধা দড়িটা ধরে হাতটা আবার গাছের ডালে শক্ত করে বেঁধে দিলাম। মিঃ জনস্টন তখন পাগলের মত ছুটেছেন তাঁবুর দিকে। তাঁর রাইফেলটা পড়ে রইলো।

কি করবো ভেবে পেলাম না। বিচ্ছিন্ন হাতটা আমাকে তখন হাতছানি দিচ্ছে। আমি পালাতে গেলে নিষেধ করছে।

সুতরাং সমস্ত দেখে শুনে আমি একেবারে বিমূঢ়। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এও কি সম্ভব? না আমি ভুল দেখছি—

এই সময় বনজঙ্গল কাঁপিয়ে বাঘের হুংকার কানে এলো।

মনে হলো বাঘটা একশো গজ দূরে আছে। সংবিৎ ফিরে পেয়ে তাড়াতাড়ি মিঃ জনস্টনের রাইফেলটা তুলে নিয়ে একছুটে মাচানে উঠে পড়লাম।

আবার বাঘটা ডেকে উঠলো আরও কাছ থেকে।

তার ডাক শুনে মনে হলো বাঘটা হেলতে দুলতে এগিয়ে আসছে।

অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বোধহয় মিনিট পাঁচেক কেটে গেল।

একসময় দেখলাম বাঘটা এগিয়ে আসছে। তার হাঁটা দেখে অবাক্ হলাম।

দেখি বাঘটা সোজা হাঁটছে বটে কিন্তু সোজাসুজি গাছে ধাক্কা খেয়ে আবার গাছটাকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে আর একটা গাছে ধাক্কা খাচ্ছে।

এর একমাত্র অর্থ বাঘটা অন্ধ। অন্ধ না হলে এমন হবে কেন। চাঁদনী রাত ছিল। সুতরাং বাঘটা ফাঁকা জায়গায় আসতে আরও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম তাকে—

নালাটার কাছে এসে বাঘটা আর একবার হুংকার ছেড়ে এগিয়ে এলো এবং সশব্দে নালার মধ্যে আছড়ে পড়লো। এবার বাঘটাকে রাইফেলের পাল্লায় মধ্যে পেয়ে যেই তাকে গুলি করতে যাবো অমনি আমাকে মুখের ওপর সজোরে চপেটাঘাত করলো সেই বিচ্ছিন্ন লোমশ হাতটা।

চমকে উঠতেই আঙুলের চাপে রাইফেলের গুলি বেরিয়ে গেল কর্ণবিদারী শব্দ তুলে।

বাঘটা সেই শব্দ শুনে নালা ধরে এলোমেলোভাবে ছুটতে ছুটতে পালিয়ে গেল।

আর আমি—! আমার তখন অকল্পনীয় অবস্থা। আমার কোলের ওপর হাতটা পড়ে রয়েছে। আঙ্গুলগুলো তখনও কিলবিল করে নড়ছে।

সেই দেখে হাতটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম মাচান থেকে কিন্তু পরক্ষণেই হাতটা ফিরে এসে আমার হাত থেকে রাইফেলটা হেঁচকা টানে কেড়ে নিল—

এতক্ষণ যথেষ্ট সাহস দেখিয়েছি, আর পারলাম না। ভয়ে দু'চোখ বন্ধ করে মাচানের ওপর মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লাম।

তারপর আমার আর কিছু মনে নেই—

* * *

মংরু সর্দারের ডাকে উঠে বসলাম।

আমি তখনও মাচানে শুয়ে ছিলাম। মংরু সর্দার বললে: বাবু তুই এখানে, ওদিকে সাহেব পাগল হয়ে গেছে। শীগ্গির চ', সাহেবকে সামলাতে লারছি।

গত রাত্রের কথা মনে পড়ে গেল। মংরুকে কিছু না বলে তাড়াতাড়ি মাচান থেকে নেমে ছুটে গেলাম তাঁবুতে।

মংরু সর্দার মিথ্যে বলেনি। মিঃ জনস্টন প্রায় উন্মাদের মতই ব্যবহার করছিলেন। কখনও হাসেন, কখনও কাঁদেন, কখনও বা ভয়ে ছোটাছুটি করছেন।

আমার কিছুই করবার ছিল না। গত রাত্রের ঘটনা কেউ বিশ্বাস করবে না আমি জানি। তাই কাউকে কিছু বললাম না। হঠাৎ দেখি মিঃ জনস্টনের রাইফেলটা তাঁর ক্যাম্পখাটের পাশেই রয়েছে।

রাইফেলটা কেমন করে এলো। ওটা তো সেই হাতটা আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। তবে কি—না, তখন সেকথা ভাববার মত মনের অবস্থা আমার ছিল না।

যাই হোক, মিঃ জনস্টনকে ধরে বেঁধে শুইয়ে দিলাম। মংরু ছুটে গেল ডাক্তার হরিচরণকে ডাকতে।

ডাঃ হরিচরণ এসে মিঃ জনস্টনকে মরফিয়া ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন।

প্রায় আধঘণ্টা পরে ডঃ হরিচরণ আমার তাঁবুতে এলেন। রাত্রের সমস্ত ঘটনা তাঁকে সবিস্তারে বলতে তিনি একবর্ণ বিশ্বাস করলেন না।

বললেন: সবই আপনাদের চোখের ভুল, মনের ভুল। তাই কখনও হতে পারে মশাই! দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন একটা হাত কখনও এত কাণ্ড করতে পারে! চলুন কোথায় সেই কুটির আর কোথায় সেই হাতটা মিঃ জনস্টন ঝুলিয়ে রেখেছিলেন আমাকে দেখিয়ে দেবেন।

তখন বেলা আটটা। আমি ডাঃ হরিচরণকে নিয়ে গেলাম বনের মধ্যে সেই কুটিরে। আমাদের সঙ্গে মংরু দলবল নিয়ে গিয়েছিল। সুতরাং ভয়ের কোন কারণই ছিল না।

আমরা সদলবলে কুটিরের মধ্যে ঢুকেই চমকে উঠলাম। এতটা আমরা আশা করিনি। দেখি সেই সাধুবাবা কুটিরের মধ্যে চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে। সেই হাতটা সাধুবাবার টুঁটি টিপে ধরেছে। এমনভাবে টিপে ধরেছে যে সাধুবাবার জিব বেরিয়ে গেছে প্রায় এক হাত। চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে গেছে। সাধুবাবার দেহে প্রাণ নেই।

সেই দেখে আমরা আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করিনি। সকলে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে এসেছিলাম।

তারপর দিন পনের পরে কয়েকজন মালকাট্টা এসে খবর দিল একটা বাঘ খড়াই পাহাড় থেকে পড়ে মারা গেছে বাঘটা নাকি অন্ধ।

খবরটা পেয়ে আমি এবং মিঃ জনস্টন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলাম।

আসাম রাজ্যের শিলচর হইতে শ্রীমিলু চৌধুরী ও শ্রীমতী অঞ্জলি চৌধুরী এবং তাঁহাদের ভ্রাতা-ভগিনীরা তাঁহাদের কনিষ্ঠা ভগিনী বাবলী চৌধুরীর অকালমৃত্যুতে তাহার পুণ্য-স্মৃতিরক্ষার্থে আমাদের সহযোগিতায় একটি সাহিত্য-প্রতিযোগিতার প্রস্তাব করিয়াছেন।

তাঁহাদের প্রস্তাব অনুসারে আমরা

"৺বাবলী চৌধুরী স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"

নামে একটি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা আহ্বান করিতেছি।

রচনার বিষয়বস্তু ঃ

আমার দেখা একজন সুরসিক ব্যক্তি

রচনা পাঠাইবার শেষ তারিখ ঃ ৩০শে অগ্রহায়ণ। প্রতিযোগিতার ফলাফল ও পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা আগামী মাঘ সংখ্যা শুকতারায় প্রকাশ করা হইবে।

৺বাবলী চৌধুরী

জন্ম ঃ ১৫ই পৌষ ১৩৬৭

মৃত্যু ঃ ১২ই বৈশাখ ১৩৭৬

প্রথম পুরস্কার ১০·০০ টাকা ● **দ্বিতীয় পুরস্কার ৫·০০ টাকা**